যায়যায়দিন

প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণির মর্যাদা

যাযাদি রিপোর্ট

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণির মর্যাদা প্রদান, সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেলে ১১ নং গ্রেডে উন্নীতকরণ, শিক্ষকদের নিয়োগ বিধি পরিবর্তন এবং সহকারী শিক্ষকদের দ্রুত পদোন্নতির দাবি মেনে নিচ্ছে মহাজোট সরকার। আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের এ সব দাবি বিবেচনায় নেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

সারাদেশে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক আছেন প্রায় ৪ লাখ। এ ছাড়া চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে নিবন্ধিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের ঘোষণাও বাস্তবায়ন হয়েছে। পরবর্তী তিন বছরের নিবন্ধিত প্রাথমিকের প্রায় ১ লাখ শিক্ষকের জাতীয়করণ করা হবে।

দীর্ঘদিন ধরেই শিক্ষকরা প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণির মর্যাদা, সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল উন্নীতকরণ, মর্যাদা : পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

মর্যাদা : প্রাথমিকের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষকদের নিয়োগ বিধি পরিবর্তন এবং সহকারী শিক্ষকদের দ্রুত পদোন্নতির দাবি নিয়ে আন্দোলন করে আসছিল। শিক্ষকদের দাবিগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে আগামী নির্বাচনের আগে এ ধরনের ঘোষণা দেয়া হচ্ছে। সরকারের নীতি-নির্ধারকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, আগামী সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে সারাদেশের প্রাথমিক শিক্ষকদের ঢাকায় এনে মহা সমাবেশ করা হবে। ওই সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবি মেনে নেয়ার এবং তাৎক্ষণিক বাস্তবায়নেরও ঘোষণা দেবেন। গত বৃহস্পতিবার জন-প্রশাসন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচ টি ইমামসহ প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের এক বৈঠকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে সব আনুষ্ঠানিকতা ও মহাসমাবেশ বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং আন্দোলনরত শিক্ষক সংগঠনের ওপর ন্যস্ত করা হবে। শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করবে সিদ্ধান্ত অবহিত করা হবে এবং পরবর্তী নির্দেশনা দেয়া হবে।

সরকার সমর্থক প্রাথমিক শিক্ষকদের একটি সংগঠন বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি স্বতন্ত্র বেতন স্কেলের দাবিসহ অন্যান্য দাবিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শিক্ষক সমাবেশের ডাক দেয়। অনুমতি না পাওয়ায় ওই সমাবেশ স্থগিত করে। পরে এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটি আগামী ১৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এ ব্যাপারে সরকার প্রজ্ঞাপন জারি না করলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলানোর হুমকি দেয়।

এদিকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির মহাসচিব মাহেদ আক্তার জানান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা স্বতন্ত্র বেতন স্কেলের দাবির সঙ্গে এক মত নয়। এ ধরনের দাবিতে সাধারণ শিক্ষকদের বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষক নামধারী কিছু ব্যক্তি সরকার ও সাধারণ শিক্ষকদের বিভ্রান্ত করছেন। প্রাথমিক শিক্ষকদের ৭ দফা দাবির ব্যাপারে সরকার আন্তরিক। এ সব দাবি অচিরেই পূরণ হতে যাচ্ছে। শিক্ষকদের জন্য বেশ কিছু সুখবর অপেক্ষা করছে।